RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ২, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৭ জানুয়ারি - ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 27, Issue: 2, Cooch Behar, Friday, 27 January - 9 February, 2023, Pages: 8, Rs. 3

সংস্কারের পর মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন রাজ আমলের জলাধারের

পার্থ নিয়োগী: রাজ ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার শহরকে মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চান হেরিটেজ শহর হিসেবে। আর সে কারণেই কোচবিহার শহরের হেরিটেজগুলির সংস্কার চলছে দ্রুতগতিতে। মাঝে করোনা অতিমারির জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল বটে সেই কাজ। কিন্তু অতিমারি শেষ হতেই আবার পুরোদমে শুরু হয়েছে সেই কাজ। আর সেই হেরিটেজ সংস্কারের প্রথম পর্যায়ের কাজে কোচবিহারের রাজ আমলের জলাধারটি সংস্কারের শেষে গত ১৯ ডিসেম্বর হাসিমারা থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। উল্লেখ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে ইংরেজ জনস্বাস্থ্য প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার জি ব্রাঙ্গবি উইলিয়াম ১৯২৫ সালে কোচবিহার পরিদর্শনে আসেন। পানীয় জলের সরবরাহ ও তৎকালীন নলকূপগুলি গভীর না হওয়ায় রিজেন্সি কাউন্সিলের অনুমতি সাপেক্ষে গভীর নলকূপ ও পরিশোধিত পানীয় জল সবার জন্য করা যায় এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। বাজেট ধরা হয় সেই সময় আড়াই লক্ষ টাকা। রাজমাতা ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে রিজেন্সি কাউন্সিল এই কাজের অনুমোদন দেয় এবং পরিশোধিত পানীয় জল সরবারহের জন্য জলাধার নির্মানের কাজ শুরু

হয়। ১৯৩০ সালে এই জলাধারটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। কোচবিহার পাওয়ার হাউসের পাশে নির্মিত এই অষ্টকোণাকৃতি জলাধারটিতে ৬০ হাজার গ্যালন জল ধারণ করত। রাজ আমলে সম্পূর্ণ কোচবিহার শহরে এই জলাধারটি থেকে জল সরবরাহ করা হত। জলাধারটির আর্কিটেক্ট অসাধারণ। জলাধারটির ভেতরের জল ধারণ করা ট্যাঙ্কটি ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসা হয়। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলায় পরে থেকে আগাছায় ভরে যায় জলাধারটি। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি হেরিটেজ শহররূপে কোচবিহার শহরকে তুলে ধরার কাজ শুরু করলে। কোচবিহার হেরিটেজ কমিটির সিদ্ধান্তমত ও খড়্গপুর আইআইটির পরামর্শ অনুযায়ী আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহারে সংস্কার করা হয়েছে জলাধারটিকে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান 'পূর্বোত্তর'-কে বলেন 'হেরিটেজ সংস্কারের প্রথম পর্বের কাজের বরাদ্দ অর্থে রাজ আমলের এই জলাধারটি সংস্কার হয়েছে।' আজকে সংস্কারের পর মুখ্যমন্ত্রীর এই ঐতিহ্যবাহী রাজ আমলের জলাধারটি উদ্বোধন প্রসঙ্গে দ্য কুচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুল নারায়ণ সাধুবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যে সরকারই এই হেরিটেজগুলি সংস্কার করবে তাকে সবসময় সাধুবাদ জানাব। একইসাথে মৃদুলবাবু বলেন, 'বাকি হেরিটেজগুলিকে সংস্কারের সময় যেন দেখা হয় হেরিটেজটির মূল কাঠামো যেন একই থাকে।'

কোচবিহারের আসছেন হাইপ্রোফাইল নেতারা

পার্থ নিয়োগী: সম্ভবত আগামী এপ্রিলেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর তাকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা বেশ লক্ষ করা যাচ্ছে কোচবিহারে। দিদির সুরক্ষাকবচ নিয়ে তৃণমূল নেতারা এখন মানুষের দোরে দোরে যেতে ব্যস্ত। একইসাথে অঞ্চল স্তরে বৈঠকও হচ্ছে নিয়মিত তৃণমূলের তরফে। এরই মাঝে ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখ কোচবিহারে আসছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক ব্যানার্জি। জেলা তৃণমূলের তরফে প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল কোচবিহার শহরের রাসমেলা ময়দানে অভিষেক ব্যানার্জির সভা করার। কিন্তু রাজ্য নেতৃত্ব তা নাকচ করে দিয়ে সেই সভা মাথাভাঙা কলেজ মাঠে করার নির্দেশ দিয়েছে। ইতিমধ্যে সেই সভাস্থল পরিদর্শন করে এসেছেন জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন এবং জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। পিছিয়ে নেই বিজেপিও। মন্ডল স্তরে চলছে তাদের বৈঠক। ইতিমধ্যেই কোচবিহারে সফর করে গেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কোচবিহার শহরে ওবিসি মোর্চার সভার পাশাপাশি পুন্ডিবাড়িতেও তিনি কর্মীসভা করে আগামী পঞ্চায়েত ভোটের জন্য দলের নীচুতলার কর্মীদের উজ্জীবিত করেন। বসে নেই বামেরাও। ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সভা করে গেছেন সুজন চক্রবর্তী, শতরূপ ঘোষেরা। গত ১৯ জানুয়ারি রাসমেলা ময়দানে জনসভা করে গেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য দেবলীনা হেমব্রম। সব রাজনৈতিক দলের এখন পাখির চোখ আগামী পঞ্চায়েতে ভোট। আর ভোট যত এগিয়ে আসবে তত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হেভিওয়েট হাইপ্রোফাইল নেতাদের আসতে দেখা যাবে বলে মত জেলার রাজনৈতিক মহলের।

তথ্যচিত্র ও ওয়েবসাইটের প্রকাশ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার

বিশেষ সংবাদদাতা: যাত্রী স্বাচ্ছন্দ ও যাত্রীদের প্রতি গুরুত্ব রেখে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় সংস্থা গোটা উত্তরাঞ্চল জুড়ে পরিবহণ ব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ইতিমধ্যে দার্জিলিংয়ের লেবঙ্গে ছয় কাটা জমিতে উপরে সুসজ্জিত একটি বাস ডিপো। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস চলাচলের দিকেও কয়েক ধাপ এগিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি থেকে কাঠমান্ডু পর্যন্ত বাস চলাচল শুরু হয়েছে। আগামীদিনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও বাস পরিষেবা বাড়ানোর কথা তারা ভাবছেন। তাছাড়া ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য রয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের পরিষেবা।

নতুন কলেবরে সাজছে এই সংস্থা সূচনা হল নতুন ওয়েবসাইটের ও প্রকাশ হল সাড়ে ছয় মিনিটের একটি তথ্যচিত্র মঙ্গলবার কোচবিহারে পরিবহণ ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় তথ্যচিত্র প্রকাশ ও নিগমের ওয়েবসাইট **www. nbstc.in** সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান। তিনি বলেন, এর আগেও নিগমের এনবিএসটিসি ডট ইন বলে একটি ওয়েবসাইট ছিল, একটি প্রাইভেট সংস্থা দ্বারা ওয়েবসাইটটিকে আপগ্রেড করা

হয়েছে যেখানে নিগমের সমস্ত খবরাখবর পাওয়া যাবে। এই ওয়েবসাইটে থাকবে কোন রুটে কি বাস চলছে কতগুলো বাস রয়েছে, নিগমের আয় ব্যয়ের হিসাব, উত্তরবঙ্গে যতগুলো নিগমের ডিপো রয়েছে তার ফোন নাম্বার থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাধারণ যাত্রী তাদের অভিযোগও জানাতে পারবেন। সম্পূর্ণ তথ্য এই ওয়েবসাইটে থাকবে বলে তিনি জানান। নিগমের সমস্ত বাস কোন রুটে চলছে তার লোকেশন ট্র্যাকিং করা যাবে। তাছাড়াও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা এবং বিভিন্ন তথ্য বই আকারে প্রকাশিত করা হবে যা ই-ফাইল হিসেবেও এই ওয়েবসাইটে থাকবে। ছয় মিনিটের তথ্যচিত্রে সমসাময়িক উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের পরিষেবা এবং তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। নিগমের চেয়ারম্যান বলেন, আগামীদিনে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার লক্ষ্য মানুষকে আরো ভালো পরিষেবা প্রদান করা। উত্তরবঙ্গের মানুষের লাইফ লাইন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা আগামীদিনে আর কি কি পরিষেবা প্রদান করে মানুষ তার অপেক্ষায় রয়েছে।

সুস্থিত উন্নয়নে নবরূপে সাজছে ঐতিহ্যের সাগরদিঘি

পার্থ নিয়োগী: হেরিটেজ কোচবিহারের অন্যতম প্রধান হেরিটেজ হল সাগরদিঘি। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের আমলে খনন করা এই সাগরদিঘি আজ বহুল পরিচিত সারা বিশ্বে। বিভিন্ন সময়ে এই দিঘিকে সংস্কার করা হয়েছে বহুবার। কখনও দিঘির পাশে বানানো হয়েছে কংক্রিটের বসার জায়গা আবার কখন দিঘির পারে করা হয়েছে ফুলের বাগান। রেলিং দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিল একসময় সাগরদিঘিকে। চারপাশে হাটার জন্য করা হয়েছিল ফুটপাথ। পর্যটকদের জন্য দু-বার করা হয়েছিল বোটিং এর ব্যবস্থা। কিন্তু কোনকিছুই স্থায়ী হয়নি। কারণ সঠিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অভাব ছিল তাতে। উল্টে বারবার সাগরদিঘির বেহাল ছবিটাই সামনে এসেছে। তবে শহরের হেরিটেজ ঘোষণার লক্ষে এবার সাগরদিঘির সংস্কার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে। খড়্গপুর আইআইটির পরামর্শ মত সাগরদিঘি সংস্কারের একশন প্ল্যান অনুযায়ী সুস্থিত উন্নয়ন মডেলে এবারের সংস্কার

কাজ করা হচ্ছে। দিঘির জলের বাস্তুতন্ত্রের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেটা দেখা হচ্ছে সবার আগে। দিঘির চারপাশে ভূগর্ভস্থ অত্যাধুনিক নিকাশিনালা তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। এই নিকাশিনালা এমন প্রযুক্তির মধ্যে দিয়ে তৈরি যে বাইরের কোন জল সাগরদিঘিতে মিশতে পারবে না। আর এই ড্রেনের ওপর থাকবে গ্রানাইট কোবেলড স্টোন দিয়ে তৈরি ফুটপাথ। এই ধরনের ফুটপাথ দেখা যায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিখ্যাত হেরিটেজ স্থানে। যার দেখা মিলবে এবার সাগরদিঘির চারপাশে। আর এই ফুটপাথের নীচে যে ড্রেন আছে সেটাও কেউ দেখতে পারবে না। ফুটপাথ আর রাস্তাও থাকবে একই তলে। ফুটপাথ আর দিঘির পারের মাঝখানে নতুন সীমানা প্রাচীর এর উচ্চতা আগের তুলনায় কমে আসবে। সেই সীমানা প্রাচীরের কংক্রিটের খুঁটি মাঝখানে গ্রীলে থাকবে কোচবিহারের হেরিটেজ লোগো। যা সাগরদিঘির সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলবে বহুগুণ। সাগরদিঘির চারপাশের সমস্ত বৈদ্যুতিক আলোর স্তম্ভের বৈদ্যুতিক সংযোগ করা হবে মাটির তলা দিয়ে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান 'পূর্বোত্তর'কে বলেন, 'সাগরদিঘির চারপাশের বাতিস্তম্ভের আলোর ব্যবস্থা করা হবে সৌরশক্তির মাধ্যমে। এই কারণে সাগরদিঘির চারপাশের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ছাদে বসনো হবে সোলার সেল। আর সাগরদিঘির এই সামগ্রিক সংস্কারের কাজ করছে পূর্ত দপ্তর বলে জানালেন তিনি। সেইসাথে জেলাশাসক এও জানালেন, যেহেতু সাগরদিঘি চত্বরে প্রচুর মানুষ হাটার জন্য আসেন। তাই দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় বেছে নেওয়া হবে হাটতে আসা মানুষের সুবিধার জন্য। সেই সময় কোন যানবাহন সাগরদিঘি চত্বরে প্রবেশ করতে পারবে না। আর রসনা তৃপ্তির জন্য সেই সাথে নির্মাণ করা হবে বেশ কিছু স্থায়ী পাকা স্টল। ফলে হেরিটেজের হাত ধরে সাগরদিঘি তাঁর ঐতিহ্যকে নিয়ে নতুনভাবে হাজির হতে যাচ্ছে। আর সেটার অপেক্ষাতেই এখন দিন গুণছে রাজনগর।

স্মারকলিপি প্রদান জিকোর

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ৬ জানুয়ারি কোচবিহার পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে প্লাস্টিক ও কঠিন বর্জ্য পোড়ানোর বিরুদ্ধে কোচবিহার পুরসভার পুরপতিকে স্মারকলিপি প্রদান করল পরিবেশপ্রেমী সংগঠন জিকো। তাদের অভিযোগ তোর্ষা লাগোয়া কোচবিহার পুরসভার ডাম্পিং গ্রাইণ্ডে প্লাস্টিক সহ অন্য কঠিন বর্জ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যা একদমই ঠিক নয়। এতে বায়ুদূষণ হচ্ছে। আর তা বন্ধ করে যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা নেবার দাবিতেই এদিন তাদের পুরসভার পুরপতিকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবসে পতাকা উত্তোলন

পার্থ নিয়োগী: ২৬ শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করলো কোচবিহার শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। এদিন তাদের পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানটি হয় ম্যাগাজিন রোডের ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয় এর সামনে। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা আইনজীবী নুরুল আমিন চৌধুরী। দলের পতাকা উত্তোলন করেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শুভজিৎ কুন্ডু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রতন চক্রবর্তী, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অনাথ সরকার সহ তৃণমূলের ১৭ ওয়ার্ডের অন্যান্য নেতৃত্ব।

উৎসাহ উদ্দীপনায় নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালিত কোচবিহারে

বিশেষ সংবাদদাতা: সারা দেশের সাথে কোচবিহারেও পালিত হল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭ তম জন্মজয়ন্তী। এদিন কোচবিহার জেলা প্রশাসনের তরফে সাগরদিঘি চত্বরে নেতাজি মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিন এখানে নেতাজীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ জানান জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি তথা কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। কোচবিহার পুরসভার সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নেতাজীর ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এদিন সকালে কোচবিহার শহরের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এমজেএন স্টেডিয়াম থেকে নেতাজির ছবি, ট্যাবলো

সহকারে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের রাজপথ পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের মাঠে। সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক পবন কাদিয়ান তাঁর জীবনে নেতাজীর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিক কমিটির তরফে নেতাজী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নুতনবাজার চৌপথিতে ১২৫ জনকে কম্বল ও শিশুদের খেলার সামগ্রী দেওয়া হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফেও নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। টাকাগাছ বিবেকানন্দ ক্লাব ও ব্যায়ামাগার, চকচকা ক্লাব ও পাঠাগারের তরফেও নেতাজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সিতাই মিনি স্টেডিয়ামে এদিন থেকে শুরু হয় চারদিনের নেতাজী উৎসব। এই উৎসবের সূচনা করেন বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া। এর আগে সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া ও সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সংগীতা রায়বসুনিয়ার নেতৃত্বে নেতাজীর প্রতিকৃতি নিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

দুই বছর পর ফের স্বমহিমায় প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ

পার্থ নিয়োগী: করোনা অতিমারির আতঙ্ক কাটিয়ে আবার পুরোন ছন্দে কোচবিহারে পালিত হল ৭৪ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান। জেলা প্রশাসনের তরফে প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হয় কোচবিহার স্টেডিয়ামে। ঘড়ির কাটায় ঠিক সকাল ৯ টা ৫ মিনিটে এখানে পতাকা উত্তোলন করেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। ত্রিবর্ন রঞ্জিত গ্যাস বেলুন আকাশে উড়িয়ে দেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান ও পুলিশ সুপার সুমিত কুমার। এরপর হুডখোলা জিপে করে মাঠের চারপাশ প্রদর্শন করেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। জেলাশাসকের অনুমতি নিয়ে হয় এরপর হর্ষ ফায়ার অনুষ্ঠান। এরপর ভাষণ দেন জেলাশাসক। ভাষণে তিনি বলেন, দেশের মানুষের কথা ভেবে নির্মিত সরকারি প্রকল্পের কথা। জেলাশাসক তাঁর ভাষণে উল্লেখ করে আজ পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প একসাথে দেবার স্বার্থে জেলায় দুয়ারে সরকার

প্রকল্পের মোট ১৮ হাজার ৪২৫ টি ক্যাম্প করা হয়েছে। ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বিভিন্ন পরিবারের হাতে কোচবিহারে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অনলাইনে আবেদন করার জন্য কোচবিহারে ১৪০ টি বাংলা সহায়ক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলাকে ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করা হয়েছে বলে তিনি জানান। হেরিটেজ সিটি হিসেবে কোচবিহার শহরকে ঘোষনার লক্ষে শহরের হেরিটেজ হিসেবে চিহ্নিত হেরিটেজ স্থানগুলির রক্ষাণাবেক্ষণ এবং সঙ্গরক্ষণের কাজ যে চলছে সেটাও তিনি বলেন। জেলাশক বলেন, বর্তমানে কোচবিহারে কোন কোভিড আক্রান্ত ব্যাক্তি নেই। জেলার শিক্ষাও যে অনেক এগিয়ে তা তিনি নিজের বক্তব্যে উল্লেখ করেন। একইসাথে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়াণ দেওয়া বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানান তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে। এরপর জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে অভিবাদন জানায় জেলা পুলিশ, আর্মড পুলিশ, হোমগার্ড এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজের এনসিসির ছাত্র-ছাত্রীরা। এরপর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের তরফে বিভিন্ন ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়। এই ট্যাবলোগুলির মধ্যে জেলা উদ্যান পালন দপ্তর খুব শিগগিরি কোচবিহারে চাষের কাজে ব্যবহৃত হতে চলা ড্রোন প্রদর্শিত করে। স্বাস্থ্য দপ্তরের ট্যাবলোতে তুলে ধরে হাম রুবেলার টিকাকরণ। ডিফেন্স দপ্তর তাদের ট্যাবলোতে বিপর্যয় মোকাবিলার চিত্র তুলে ধরে। আবার জেলা গ্রামোন্নয়ন দপ্তর তাদের ট্যাবলোয় প্রদর্শন করে আনন্দধারা প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উন্নতির চিত্র। ট্যাবলো প্রদর্শনের পর সবশেষে বিভিন্ন স্কুলের ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয় কোচবিহার স্টেডিয়ামে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষককে পুরস্কৃত করেছেন

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষককে ৩-৭ জানুয়ারী, ২০২৩ সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুরের রাষ্ট্রসন্ত তুকাদোজি মহারাজ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১০৮তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভাগে (শারীরবিদ্যা সহ) মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক গৌতম পলের তত্ত্বাবধানে মলিকুলার নিউরোটক্সিকোলজি ল্যাবরেটরির একজন সিনিয়র রিসার্চ স্কলার সৌরপ্রিয় মুখার্জী, তার অসামান্য গবেষণা কাজের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগে (শারীরবিদ্যা সহ) আইএসসিএ ইয়াং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ক্ষুদ্রান্ত্রের সংকোচনশীল ফাংশনগুলিতে রোডামাইন বি-এর প্রভাব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। রোডামাইন বি একটি খাদ্য রঙ যা প্রায়শই তুলার মিছরি, মিষ্টি এবং মিষ্টান্নের মতো খাবারের জিনিসগুলিকে রঙ করতে ব্যবহৃত হয়। তার গবেষণায়, তিনি বলেছেন যে খাদ্যদ্রব্যে রোডামাইন বি-এর ব্যবহারের মাধ্যমে রোডামাইন বি-এর দীর্ঘস্থায়ী সেবনের ফলে বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ডিজঅর্ডার শুরু হয়। যেহেতু উজ্জ্বল গোলাপী রং শিশুদেরকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে, তাই তিনি সামাজিক সুবিধার জন্য এই ধরনের রঙের ব্যবহার সীমিত করার চেষ্টা করেন। আরও, অধ্যাপক গৌতম পলের তত্ত্বাবধানে মলিকুলার নিউরোটক্সিকোলজি ল্যাবরেটরির ফিজিওলজি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ স্কলার দেবারতি রায়, চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগে (ফিজিওলজি সহ) ISCA সেরা পোস্টার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তার কাজে তিনি স্তন্যপায়ী ক্ষুদ্রান্ত্রে রাসায়নিক যৌগ বিসফেনল এস (BPS) এর বিষাক্ত প্রভাবের প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। খাদ্যদ্রব্য, বিভিন্ন পানীয় এবং পানীয় জলের প্যাকেজিং এবং স্টোরেজের সাথে যুক্ত পলিকার্বোনেট ভিত্তিক প্লাস্টিক তৈরি করতে বিসফেনল A (BPA) এর পরিবর্তে BPS ব্যবহার করা হয়। প্লাস্টিকের পাত্র থেকে BPS নিঃসৃত হয়ে পানীয় ও খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত হয়। BPS দ্বারা দূষিত খাদ্যদ্রব্যের সেবন মানুষের দীর্ঘস্থায়ী BPS এক্সপোজারের একটি উৎস। তার গবেষণা কাজের ফলাফল যৌগটির বিষাক্ত প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করতে কার্যকর হতে পারে।

তারা নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক আদা ইয়োনাথ এবং ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভাপতি অধ্যাপক বিজয় লক্ষ্মী সাক্সেনার কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন।

ভার্চুয়ালি সাগরদিঘি ও বৈরাগীদিঘির চারপাশের হেরিটেজ আলোকসজ্জার কাজের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর

পার্থ নিয়োগী: গত ১৯ ডিসেম্বর হাসিমারা থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পাশাপাশি ভার্চুয়ালি মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করলেন কোচবিহারের দুই ঐতিহ্যবাহী দিঘি সাগরদিঘি এবং বৈরাগী দিঘির চারপাশের হেরিটেজ আলোকসজ্জার কাজের। ইতিমধ্যেই সাগরদিঘি ও বৈরাগী দিঘির সংস্কারের প্রথম পর্বের কাজ প্রায় শেষের পথে। এবার শুরু হতে চলেছে এই দুই দিঘির চারপাশের হেরিটেজ আলোকসজ্জার কাজ। আর এই আলোকসজ্জাও হবে বেশ দৃষ্টিনন্দন। এই প্রসঙ্গে জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, 'একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর অনেকটা আঁকাবাঁকা পথের মতন করে এই হেরিটেজ আলোকস্তম্ভগুলি বসবে। আর সৌরবিদ্যুতের দ্বারা আলোকিত হবে এই আলোকস্তম্ভগুলি। এর জন্য এই দুই দিঘি চত্বরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ছাদে বসবে সোলার সেল। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে এই হেরিটেজ আলোকসজ্জাগুলির ক্ষেত্রে বিদ্যুতের খরচও হবে কম।' আগামীতে এই দুই দিঘির চারপাশের হেরিটেজ আলোকসজ্জা যে জেলার হেরিটেজ পর্যটনকে সমৃদ্ধ করবে তা মনে করছে জেলার বিভিন্ন মহল।

ভাওয়াইয়া গানের প্রচারে বাংলাদেশ থেকে উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়াশিল্পী ভূপতিভূষণ

ধূপগুড়ি: ভাওয়াইয়া গান শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বাংলাদেশের উত্তর অংশেও এই গান ছড়িয়ে পড়েছে। আর এই ভাওয়াইয়া গানের প্রচারে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে উত্তরবঙ্গে ছুটে আসেন বিখ্যাত ভাওয়াইয়া সঙ্গীতশিল্পী ভূপতিভূষণ বর্মা। তাঁর উদ্দেশ্য একটাই, উত্তরবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে ভাওয়াইয়া গানের মেল বন্ধন তৈরি করা। সেই জন্যই ভূপতিবাবু কখনও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গানের আসরে যেমন গান গেয়ে লোকের মন জয় করেন। তেমনি অপরদিকে কখনও কখনও এখানকার শিল্পীদের ভাওয়াইয়া গানের প্রশিক্ষণ দেন। ভাওয়াইয়া গানের প্রচারের জন্য বর্তমানে তিনি ধূপগুড়িতে এসেছেন।

ইতিমধ্যে তিনি অনলাইনে উত্তরবঙ্গের শিল্পীদের ভাওয়াইয়া গানের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছেন। এছাড়া ছয় বছর ধরে রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়া গানের চর্চা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভূপতিবাবু। তিনি

বলেন, এখানে যেমন নতুন গীতিকার নেই। তেমনি এখানকার শিল্পীরা অনেকেই ভাওয়াইয়া গানকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। উত্তরবঙ্গের শিল্পীদের কাছে তাঁর অনুরোধ ভাওয়াইয়া গানকে পেশা নয় নেশা হিসেবে বেছে নিতে হবে।

বাংলাদেশের রংপুরকে ভাওয়াইয়া গানের প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করেন ভাওয়াইয়া শিল্পীরা। কারণ এখান থেকেই ভাওয়াইয়া শিল্পী আব্বাসউদ্দিন, কছিমউদ্দিন বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। আর তার পাশের গ্রাম কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর জেলার উপজেলায় ভূপতিভূষণবাবুর জন্ম। তিনি একজন প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক। পরিবারে ভাওয়াইয়া গানের চর্চা থাকায়। সেখান থেকেই তাঁর সঙ্গীত সাধনা শুরু। তিনি একাধারে বাংলাদেশের বেতার ও দূরদর্শনশিল্পী। তাঁর উদ্যোগেই কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলায় তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ ভাওয়াইয়া অ্যাকাডেমি। ইতিমধ্যেই ভূপতিভূষণবাবু ইউটিউবে ১৫০টিরও বেশি গান ছেড়েছেন।

৫০ বছর ভগ্নপ্রায় পড়ে থাকার পর ১০০ বছর আগের চেহারায় ফিরছে বক্সা ফোর্ট

আলিপুরদুয়ার: প্রায় ৫০ বছর ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকার পর কিছুটা হলেও পুরানো চেহারায় ফিরছে বক্সা ফোর্ট। উল্লেখ্য এই ফোর্টের ১০০ বছর আগের পুরানো রূপ ফিরে পেতে কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে প্রথম ধাপের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এমনকি দ্বিতীয় ধাপের কাজও প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। এছাড়া ফোর্টের সংস্কারে তৃতীয় ধাপের কাজ শুরু হওয়ার সম্ভবনাও শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ফোর্ট পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছে। ঐ দপ্তর থেকেই সংস্কারের কাজ করানো হচ্ছে। তৃতীয় ধাপের কাজের বিষয় পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার কেশব বড়ুয়ার বক্তব্য, দ্বিতীয় ধাপের কাজের পরেও আরও বেশ কিছু কাজ বাকি থাকবে। সেজন্য আর এক ধাপ কাজের সম্ভাবনা

রয়েছে। তবে সে ব্যাপারে এখনও কিছু নিশ্চিত হয়নি। তিনি বলেন, তৃতীয় ধাপের কাজ হলে ফোর্টের কিছু এলাকা আগের অবস্থায় ফেরানোর সাথে সাথে সীমানা প্রাচীরও দেওয়া হবে।

প্রায় ২৭০০ ফিট উঁচুতে থাকা এই ফোর্ট জেলার অন্যতম ঐতিহাসিক জায়গা। যেখানে জড়িয়ে রয়েছে অনেক ইতিহাস। ভুটানরাজ থেকে ব্রিট্রিশরাজ, স্বাধীন ভারত এমন অনেক কিছু। বলাবাহুল্য, ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশদের দখলে এসেছিল বক্সা ফোর্ট। তাই এমন ইতিহাস সমৃদ্ধ এই জায়গাটিকে যতটা সম্ভব পুরানো রূপে ফেরানোর চেষ্টা করছে প্রশাসন। এজন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও নেওয়া হয়েছে। ফোর্ট সংস্কারের জন্য প্রথম ধাপে প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। সেই টাকা দিয়ে ফোর্টের প্রথম দিকের অফিস, বন্দি শিবির, সৈন্য ব্যারাকের সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়াও পুরানো তিনটি রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থাও আগের চেহারায় ফেরানো গিয়েছে। বিগত বছর জুন মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্সা ফোর্টের প্রথম ধাপের কাজের উদ্বোধন করেন এবং দ্বিতীয় ধাপের কাজের শিলান্যাস করেন। দ্বিতীয় ধাপের কাজের জন্য প্রায় দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বর্তমানে ফোর্টের ২ বর্গকিমি এলাকা পর্যটকরা ঘুরে দেখতে পারেন। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শৈলেন দেবনাথ বলেন, আসলে বক্সা ফোর্টের সীমানা আরও অনেক বেশি বড় এবং এটি একটি রহস্য। তাঁর কথায়, বিভিন্ন সময় এই ফোর্ট বিভিন্ন হাতে গিয়েছে। তাই ফোর্টের একটা বড় অংশ জঙ্গলের ভেতরে থাকার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। বক্সা ফোর্টের কিছু সীমানা যদি ফেন্সিং দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় তাহলে সেটাও অনেক বড় কাজ হবে।

ইকোপার্কের শিলান্যাস করলেন জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া

বিশেষ সংবাদদাতা: ইকোপার্কের হাত ধরে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার স্বপ্ন দেখা শুরু সিতাই বিধানসভার অন্তর্গত আদিবাসী অধ্যুষিত জমাদারবস গ্রাম। প্রধানত কৃষি নির্ভর গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাজ বিশেষ করে তামাক চাষের ওপর নির্ভরশীল জমাদারবস। তবে তামাকের ব্যবসা এখন অনেকটাই মন্দা। তাই এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থান খুব জরুরী। আর সেটা বুঝতে পেরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এলাকার উন্নয়নের জন্য নিয়েছে চমৎকার এক প্রকল্প। সেই লক্ষে গত ২০ জানুয়ারি সেখানে ইকোপার্কের শিলান্যাস করলেন স্থানীয় বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। শিলান্যাসের এই অনুষ্ঠানে বিধায়কের সাথে উপস্থিত ছিলেন পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ওয়াহিদা বেগম। এলাকার কর্মসংস্থানের লক্ষে মিনিস্ট্রি অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ারের ডেভলপমেন্ট থেকে এই ইকোপার্ক তৈরির অনুমোদন এসেছে। তবে শুধুমাত্র ইকোপার্ক নির্মাণই লক্ষ নয়। এই পার্কে থাকবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য স্কিল হল, ট্রেনিং সেন্টার, চিল্ডেন পার্ক, কমিউনিটি হল। আর এই কাজের জন্য প্রথম ধাপে দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, এলাকার মহিলাদের কর্মসংস্থান, শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সহ নানা উন্নয়নমূলক কাজের লক্ষে এই ইকোপার্ক তৈরির অনুমোদন মিলেছে। এদিনের শিলান্যাসের পর তাই স্বাভাবিকভাবেই এলাকার মানুষ যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত।

প্রজাতন্ত্র দিবসে উত্তরবঙ্গের পদ্মশ্রী পেলেন মঙ্গলাকান্ত ও ধনীরাম টোটো

বিশেষ সংবাদদাতা: হ্যাঁ সারিন্দাটা এখনো বাজছে। আর তা বাজিয়ে চলেছেন জলপাইগুড়ির জেলার ধলাগুড়ি গ্রামের বৃদ্ধ মঙ্গলাকান্ত রায় দারিদ্রতাকে নিয়ে তাঁর জীবন। তবুও সারিন্দাটা ছাড়েননি কখনো। আজও বাজিয়ে চলেছেন সেই কোন ছোটবেলায় সারিন্দাকে নিয়ে তার পথ চলা শুরু হয়েছিল। আর তারই স্বীকৃতি পেলেন ভারত সরকারের কাছ থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়ে। আরেক পদ্মশ্রী প্রাপক হলেন আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরের এক প্রত্যন্ত জনপদে থাকা ধনীরাম টোটো। টোটো বর্ণমালা তৈরীর কারিগর ধনীরামবাবু টোটো সংস্কৃতি রক্ষায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন সব সময়। তার এই স্বীকৃতিতে, তাই খুশি উত্তরবঙ্গের মানুষ জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের প্রত্যন্ত দুই গ্রামের মানুষের পদ্মশ্রী পাওয়ার মধ্য দিয়ে এটাও বোঝা গেল উত্তরেও

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে এমনই ভারত বিখ্যাত সব প্রতিভা। যারা সমস্ত প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ মনে করে

নিজেদের কাজ করে চলেছেন সবার অগোচরে। যা আগামীতে অন্যদেরকেও উৎসাহিত করবে।

শৈশবের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে নস্টালজিক রবি

বিশেষ সংবাদদাতা: নিজের শৈশবের প্রাথমিক বিদ্যালয় ডাং ধরার পার তল্লিগুড়ি ক্যাডেট প্রাথমিক স্কুলে সরস্বতী পুজার দিন পৌঁছে স্মৃতি কাতর হয়ে গেলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তথা কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এদিন স্কুলে গিয়ে তিনি সরস্বতী ঠাকুর দর্শনের পাশাপাশি প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, শৈশবে স্কুলে বন্ধুরা মিলে চাল ডাল সবজি সংগ্রহ করে স্কুলে সরস্বতী পূজার আয়োজন করতাম। আজ এতদিন পর সেই স্কুলে বসেই খিচুড়ি বাঁধাকপি সবজি খেয়ে তিনি যেন সেই দিনগুলিকে আবার নতুন করে দেখতে পাচ্ছেন। উল্লেখ্য এই স্কুলের পার্শ্ববর্তী ডাওয়াগুড়ি ঘোষপাড়ায় ছিল রবিবাবুদের বাড়ি। ফলে বাড়ির পাশে এই স্কুলটিতে তিনি পড়াশোনা করতেন। এদিন তিনি বলেন, স্কুলের শিক্ষকদের আমি ধন্যবাদ দেই তারা আমায় আমন্ত্রণ করেছিলেন বলে। আর সেজন্যই আজ তার শৈশবের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগমন।

সম্পাদকীয়

প্রশ্নের মুখে দার্জিলিং

সম্প্রতি যোশীমঠের ভয়াবহ ধ্বসের ঘটনা চিন্তা বাড়াল দার্জিলিং এর। বিজ্ঞানের কথা না শুনে অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফল যে কি হতে পারে তা আমরা চাক্ষুস করলাম। অথচ অনেকদিন আগেই বিজ্ঞানীরা যোশী মঠ নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছিল। অথচ সেই সতর্ক বার্তাকে পাত্তা না দিয়ে বহুতল, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অপরিকল্পিতভাবে একের পর এক গড়ে উঠেছিল। আর তাঁর পরিনাম যে কি ভয়াবহ হতে পারে তা দেখাল যোশীমঠের বর্তমান ছবি। প্রশ্ন উঠছে এবার দার্জিলিং নিয়েও। পাহাড়কে আলাদা রাজ্য করতে ঘিসিং থেকে গুরুং অনেক আন্দোলন করেছেন। অথচ দার্জিলিং এর ভৌগোলিকভাবে টিকে থাকা নিয়ে তারা ভেবে ওঠার ফুসরত পাননি। এমনিতেই হিমালয়ের গঠন প্রক্রিয়া এখনও চলছে। ফলে ভূমিকম্প প্রবণতার হাইরিস্ক ৫ জোনে অবস্থিত দার্জিলিং স্বাভাবিকভাবেই ভূমিকম্প প্রবণ। তবুও স্থানীয় প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এন্তার গজিয়ে উঠেছে অগুণিত বহুতল। নির্বিচারে হয়েছে বৃক্ষচ্ছেদন। যেকোন সময় হয়ে যেতে পারে বড় অঘটন। মরার ওপর খাড়ার ঘা হিসেবে আছে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য হিমবাহ গলনের আশংকা। সব জেনে বুঝেও এই ব্যাপারে অদ্ভুত এক নীরবতা। এখনও না জাগলে সাবধান।

কবিতা

তুই মেয়ে

....ধরিত্রী রায়

ছোটো বেলা থেকে শুনে বড়ো হতে হয়,
এদিকে যেওনা ওদিকে যেওনা, যেওনা অন্ধকারে।
কারণ, তুই মেয়ে
যখন একটু বড়ো হবি রান্না বাটি শিখবি আরকি
তখন আবার নতুন রেওয়াজ,,,
এঁটো মুখে লক্ষীর হাঁড়ি ছুঁতে নেই
কারণ, তুই মেয়ে
মেয়েদের নিজ ইচ্ছে বলে কিছু থাকতে নেই,
আজ বাদে কাল যাবি তুই পরের ঘরে ।
তাই আজ হাজারো মেয়ে কে রাগ অভিমান কান্না মুছে ঘুরে দাঁড়াতে হয় হাঁসি মুখে !
শুধুই কি মেয়ে বলে ?
চলতি পথে সর্ব সময়ে মাথা নত হয়ে চলতে গিয়ে একটু কম কথা বললে, কখনো আবার শুনতে হয় এই মেয়েটার বড্ডো অহংকার।
ছোটো থেকে যে মেয়েটি তুলসী প্রদীপ জ্বালাত, শেষে তারও একদিন মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়
শুধুই কি অশুচ বলে ?
নিজ ইচ্ছায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখী হতে না পারলে সেটা তার জীবনের সবথেকে বড় ভুল , আবার
পারিবারিক সূত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখী হতে না পারাটা...
শুধুই কি তার ভাগ্য নির্ধারিত ?
বিবাহিত জীবনে সন্তান জন্ম দিতে না পারলে সারাজীবন কাটাতে হয় বন্ধ্যা অপবাদে।
আচ্ছা,, সতীত্ব,কলঙ্কিনী, কূলটা এই কথা গুলো কি শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?
আজ পর্যন্ত স্ত্রী বিয়োগে পুরুষ জাতিকে কোনোদিনও শুনতে হয়নি কু-কর্মের ফল...
তবে কেন? একজন বৈধব্য স্ত্রীকে সারাজীবন কাটাতে হয় কর্ম ও ভাগ্যের দোষে।
সমাজে অনেক বিষয়-ই প্রতিবাদ গড়ে ওঠে কিন্তু নারীরা তো আজও বঞ্চিত...
কিছু সংখ্যক পুরুষের চোখে ব্যবহৃত পণ্য মাত্র ... তাইতো সবশেষে তুই অ্যাডজাস্ট করতে পারিস আর না পারিস
অন্যের ইচ্ছের মূল্য দিতেই হবে
কারণ, তুই মেয়ে ।

প্রবন্ধ

শিক্ষিকার চোখে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপযোগিতা

..... সোমালি বোস

অজানাকে জানা ও অচেনাকে চেনার আগ্রহ মানুষ্য জীবনের এক অতি পরিচিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই মানুষ "চরৈবেতি চরৈবেতি" (অনবরত চলা) ধর্ম পালন করে আসছে। আদিম যুগে মানুষ খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করেছিল আর এখন রোজ নামচা থেকে বেড়িয়ে আসতে আমরা চাই, সীমানা ছাড়িয়ে চলো না হারিয়ে মন যেদিকে চায়।

ভ্রমণ শুধুমাত্র অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে বা অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিতে সহায়তা করে না, শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতেও এর ভূমিকা অসীম। কুসংস্কার রূপ অন্ধকার থেকে আলোর জগতে প্রবেশে এবং অজ্ঞতাকে হারিয়ে জ্ঞানের সন্ধানে ভ্রমণ সবচেয়ে উপযোগী। সীমাবদ্ধ একঘেয়েমি জীবনযাত্রায় যখন মনে বিরক্তি আসে তখন মন প্রাণ শরীর পাখির মতো ডানা মেলে উড়তে চায়, ঠিক সেই সময় যেন আমরা নজরুল কবির মতো বলে উঠি,

**"থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।"**

নিত্য ছকে বাঁধা গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তে ভ্রমণ এনে দেয় মুক্তির স্বাদ। অজানার রুদ্ধ দুয়ার উন্মোচনে মনে আসে উল্লাস । নতুন জীবনী শক্তি লাভ হয় বিপুলা পৃথিবীর অবাক করা সৃষ্টি দর্শনে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই তো এত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করেও ছিলেন অতৃপ্ত আর তাই কবি বলেছিলেন:

**"বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী-
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি
সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না
অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।"**

এবারে আসি ভ্রমণের সাথে শিক্ষার সম্পর্কে, আমার মতে ভ্রমণ ও শিক্ষা যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন, পত্র-পত্রিকা বা নানা জ্ঞানমূলক বক্তৃতা যা শিক্ষাদান করতে পারে তদাপেক্ষ ভ্রমণ যেন বেশি বই কম নয়। একটি স্থানের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, আঞ্চলিক বা ধার্মিক সৌন্দর্য বা গুরুত্ব বা রীতিনীতি বই পড়ে বা শুনে যত না জ্ঞানার্জন সম্ভব, ওই স্থানটি ভ্রমণের মাধ্যমে পূর্ণ জ্ঞান আহৃত করা যায় অতি সহজেই।

এই কারণেই পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ভ্রমণ আবশ্যিক। দেশভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া , ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষিকাজ, নদ-নদীর গতিমুখ বা পশু-পাখি ইত্যাদি শুধু জানতে পারি না তার সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা ওই স্থানের জীবনযাত্রা, শিক্ষা-দীক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, জীবিকা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। যা প্রকৃতই বিমূর্ত থেকে মূর্তভাবে ধরা দেবে। একই সাথে ওই স্থানের সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির তুলনামূলক মূল্যায়ণে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের দোষ ত্রুটি বর্জন করে ভালো দিকটি গ্রহণ করতে পারবে। একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণে একজন শিক্ষার্থীর সাথে বিশ্বপ্রকৃতির যে সংযোগ গড়ে ওঠে তা তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। একজন শিক্ষার্থীর শখ, ভবিষ্যতের পেশা এবং আত্ম প্রতিভামূলক দিক নির্দেশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও শিক্ষামূলক ভ্রমণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমি মনেকরি শিক্ষার্থী একটি যথাযথ ভ্রমণে গিয়ে যা শেখে তা শিক্ষাঙ্গণের পুঁথিতে আবদ্ধ বিদ্যা তাকে শেখাতে পারে না। প্রবোধকুমার সান্যাল যথার্থই বলেছিলেন,

**"ভ্রমণ হলো সেই নতুন জলের জোয়ার,
যেটা বদ্ধ জলায় ঢুকে জলকে নির্মল করে,
চলতি জীবনের মধ্যেই এক প্রকার নবীনতা
আনে। ভ্রমণের সেটি মস্ত সার্থকতা।"**

ভ্রমণ মানুষের মনকে প্রসারিত করে, ক্ষুদ্র ও খন্ড দৃষ্টির পরিবর্তে বিশ্ব মানবতার সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দেয়। ভ্রমণ শুধু মনের আনন্দ, নয়নের তৃপ্তি ব্যক্তিজীবনের পুষ্টি নয়, জাতির মঙ্গল সাধনেও রয়েছে এর সার্থকতা।

পরিশেষে বলবো, ইউরোপ, আমেরিকার ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ভ্রমণ যেমন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তেমনি আমাদের দেশেও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে নানান ভ্রমণমূলক উদ্যোগ নিয়ে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে তবেই শিক্ষা পাবে পূর্ণতা।

প্রবন্ধ

আহা জীবন

..... সুবীর সরকার

তীব্র শীত। ঘন কুয়াশা।
গোটা উত্তর জনপদ কাঁপছে।

আমি স্কুলে যাই গ্রামীণ জনপদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। খুব নিবিড়ভাবে জনজীবন দেখতে দেখতে।

মানুষের প্রতিদিনের বেঁচে থাকা। দৈনন্দিন জীবন-যাপন বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি আমি।

দেখি সব ছাপিয়ে জীবনটাই সত্যি হয়ে ওঠে।

আজ তোর্সা নদীর কুয়াশামাখা চর অতিক্রম করে ভুল্লার বাজারের রাস্তার মুখে দেখি আগুন জ্বালানো হয়েছে।

চলে গেলাম সেই আগুনের কাছে উষ্ণ হবার জন্য। সেখানে আগুন তাপাচ্ছিলেন মুজিবর মিঞা। বয়স ৮৩। শরীরে কোন অসুখ নেই। এখনও সাইকেল নিয়ে কুটুমবাড়ি ঘুরে বেড়ান।

শুরু হল নানান কথা। যোগ দিলেন জরিনা বিবি। যত্ন করে চেয়ার এনে দিলেন।

জরিনা বিবি বললেন, "হামরা নদী ভাঙা মানসী। জমি জিরাত ভিটামাটি সৌগে কাড়ি নেয় নদী।"

জরিনা বিবি ৪ বার বাড়ি বদলেছেন। মুজিবর মিঞা ৭ বার বাড়ি বদলেছেন। তোর্সা নদী প্রতিবার খালি ভাঙ্গে আর ভাঙ্গে। অভাবী মানুষের জীবনের অসহায়তার গল্প শুনলাম।

মুজিবর মিঞা কুচবিহারের শেষ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরকে অনেকবার দেখেছেন।

মহারাজা, রাজকুমারদের শিকারের গল্প শোনালেন। তখন আশেপাশে বড় বড় সব জোতদারদের প্রতাপ।

শোনালেন কামদেব ধনী, এরা ধনী, মহেন ধনী, পাটোয়ারী জোতদারদের অনেক গল্প। শোনালেন একসময়ের ভয়ংকর তোর্সা নদীর নানান কথা।

নদী জুড়ে ছিল অনেক পাক। চোরাবালি।

আর আশ্বিনের শেষে চর জুড়ে হোসেনুদ্দিনের ৩০০ মহিষের বাথান।

তখন ছিল ভইসা গাড়ি, ঘোড়ারগাড়ি, গরুরগাড়ি। বন্দুক ছিল কামদেব ধনীর। হাতি ছিল ফুলবাড়ীর খগেন বসুনিয়া ধনীর।

রাত জুড়ে পালাটিয়া গানের, কুশান গানের আসর বসতো।

যাত্রা পালা হত।

বিয়ে বাড়ীতে বিয়ের গীত শোনা যেত।

আজও চোখের সামনে তিনি সব পরিষ্কার দেখতে পান।

একটা ফেলে আসা কালখন্ড আমিও ঘুরে এলাম।

এমন সব গল্পের খোঁজেই তো ঘুরে বেড়াই।

বেঁচে থাকি। বেঁচে থাকতে চাই।

আহা জীবন!

"ও জীবন রে, জীবন ছাড়িয়া না যাইস মোকে।"

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

শীতবস্ত্র বিতরণ পঞ্চরঙ্গী ইউনিটের

পার্থ নিয়োগী: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে দুঃস্থ ভবঘুরেদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করল কোচবিহার পঞ্চরঙ্গী ইউনিট। গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনের রাতে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন সহ বিভিন্ন প্রান্তের ৫০ জন ভবঘুরের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেয় পঞ্চরঙ্গী ইউনিটের সদস্যরা। এদিনের এই কর্মসূচীতে ছিল পঞ্চরঙ্গী ইউনিটের সম্পাদক অনাথ সরকার, ক্লাবের অন্যতম সদস্য রতন চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিনের এই কর্মসূচী প্রসঙ্গে ক্লাবের সম্পাদক অনাথ সরকার বলেন, 'আগামীদিনের এই ধরনের সামাজিক কাজ আরও বেশি করে করা হবে। একইসাথে তিনি বলেন, আগামী ডিসেম্বর মাসে তাদের তরফে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা ময়দানে বিশ্বশান্তির জন্য এক বৃহৎ নামযজ্ঞের আয়োজন করা হবে।'

Vol: 27, Issue: 2, 27 January - 9 February, 2023 পূর্বোত্তর

শীর্ষে ওঠার পথের সন্ধানে

পার্থ নিয়োগী: দেবলীনা বিশ্বাস আমাদের কাছে পরিচিত এক জনপ্রিয় নাট্যকর্মী হিসেবে। তাঁর অভিনয় নির্দেশনায় মুগ্ধ হতে হয় বারবার। এবার তাকে অন্যরুপে পেলাম। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে দেবলীনা বিশ্বাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শীর্ষবিন্দু'। স্বাভাবিক ভাবে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ নিয়ে পাঠকের আগ্রহ থাকবে একটু বেশি। তবে বইটি পড়ে এক কথায় বলা যায় নিরাশ করেননি দেবলীনা। জীবনে চলার পথে চলতে চলতে হয় অভিজ্ঞতা। আর সেই ফেলে আসা সময়ের অভিজ্ঞতাকে সৃজনশীল মানুষেরা তুলে ধরে নিজেদের মত করে। এতদিন সেই অভিজ্ঞতাকে নাটকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরত সে। আর এবার একটু অন্যপথে হেঁটে কবিতার মাধ্যমেই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ভাবনার। হয়ত সেকারণেই ফেলে আসা সময়কে নিজের প্রথম কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন কবি। ভূমিকাটিও চমৎকার লিখেছে সে। নদীকে মানবিক স্বত্তা দিয়ে সে নদীর বহমানতার মধ্যে খুঁজে পেতে চায় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছনোর পথকে। কিন্তু তবুও সে সেই পথের খোঁজ পায় না। তবুও নিরাশ না হয়ে সেই পথ সে খোঁজে প্রতিটি মুহূর্তে। আর সেই পথ খুঁজে চলার অভিজ্ঞতাই ধরা দিয়েছে তাঁর কবিতায়। 'প্রিজমের ভেতরে গলে পড়া আলোর দোহাই,জানতে চেওনা শীর্ষবিন্দু কোথায়'? আসলে এই একটি লাইনেই সে বুঝিয়ে দিয়েছে আলোকময় এই দুনিয়ায় শীর্ষবিন্দুর খোঁজ সে একদমই জানে না। তাই মদনমোহন বাড়ির নহবৎখানার সুর কিংবা দূরে আজানের ধ্বনি তাকে জানিয়ে দেয় শীর্ষবিন্দু না পাওয়ার কথা। ফেরা কবিতাটি বেশ লাগে। তিনি লিখেছে 'এভাবেও ফিরে আসা যায়/ দাবার শেষ চালে মাত দিয়ে'। আসলে বেচে থাকতে হলে ফিরে আসতেই হয় এই গভীর উপলব্ধি বোধের প্রকাশ পায় তাঁর ফেরা কবিতার শেষ লাইনে। অধরা সময়, মনের অসুখ কবিতায় আছে কবির গভীরতার ছাপ। তবু পরিযায়ী পাখিরা দিন গোনে/ একদিন ঠিক মিলে যাবে সব সীমান্ত সবাইকে একসাথে মিলিয়ে দেওয়ার গভীর স্বপ্ন। বারবার হাত বাড়াই, কি জানি কি চাই? সত্যিই এ প্রশ্ন তো বহু মানুষের।

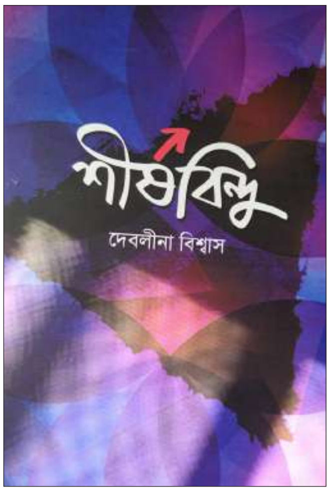

আর সেটাই চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। প্রতিটি কবিতা শুধু দেবলীনার ভাবনা এমন ভাবলে ভুল হবে। তাঁর কবিতায় মধ্যেও খুব নিপুণভাবে তিনি পাঠকের কাছেও অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন। নারী না মানুষ তেমনি এক কবিতা। দুঃখ তোমায় নিলাম আপন ঘরে/ শিড়দাড়ায় লাভাস্রোত অবশ করে। আসলে দুঃখও যে জীবনের এক অংশ আর তাকে মানা কঠিন হলেও তাকে মেনে নিয়ে চলতে হয় এই উপলব্ধিবোধ তাঁর একদম সঠিক। আসলে মানুষের জীবনের কোন এক সময় আসে যখন সবকিছু যান্ত্রিক মনে হয়। আর সেটার ব্যাতিক্রম হয়ত কবিও নন। নইলে লিখতে পারে নিয়ম মাফিক বসন্ত এলো/ এ যেন পোড়া বসন্ত। অনেক কঠিন কথা খুব সুন্দর লেখনীতে তুলে ধরার প্রয়াস দেবলীনার সত্যিই অনবদ্য। নইলে সে লিখতে পারে ভালোবেসে বারবার মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরি। রাজবাড়ির ঝুলবারান্দা বেয়ে/ সাগর দিঘির গহীন অন্ধকারে নাগরিক সন্ধ্যাতে সে নিজেকে যেভাবে উপলব্ধি করে তা সত্যিই অতুলনীয়। নিজের আবেগের বহিঃপ্রকাশ তাঁর কবিতার বিশাল গুণ। অভিমান মানুষেরই হয়। কিন্তু তাই বলে অভিমান নিয়ে বসে থাকে না সে। সেজন্যই অভিমানের অবিধান ফুরিয়ে যায় তাঁর বছরের শেষে। আসলে তাঁর এই ভাবনায় কোন কপিরাইট নেই কারণ তাঁর মত করে অনেকেরই যাপন। সেই জন্য তাঁর নিজের রোজনামচা হয়ে ওঠে আমাদের রোজনামচা। তিনি লিখেছেন শীর্ষবিন্দুতে আছে ভালোবাসার জয়। কিন্তু আগেই কবি লিখেছেন শীর্ষবিন্দুতে পৌছনো হয় না। তারমানে ভালোবাসার জয় হয় না ? কিন্তু এটা বেমানান তাঁর লেখায়। কারণ ভালো না বাসলে এমন কবিতা লেখা যায় কি? এটা কবিকেও ভেবে দেখা উচিৎ। আর শেষ কবিতায় যেখানে তিনি লিখেছেন 'জন্ম নেব আবার'। আসলে জীবনের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে কেউ আবার জন্ম নিতে চায়? আসলে শীর্ষবিন্দুতে পৌছোতে হলে দরকার যে এই জীবনেরই। তাঁর আবেগ, উপলব্ধির অসাধারণভাবে তুলে ধরেছে তাঁর এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অনুপম দাশগুপ্তের করা বইটির প্রচ্ছদও দৃষ্টিসুখ এনে দেয়। তবে ৮৭ টি কবিতা আছে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থে। তাই একটা সূচিপত্র থাকা খুব দরকার ছিল। আশাকরি আগামী কাব্যগ্রন্থে সেটা থাকবে। এটা কবির কাছে প্রত্যাশা থাকতেই পারে কারণ নাটকের মত কবিতাতেও থাকতে যে তিনি এসেছেন।

শীতের শহরে একরাশ উষ্ণতা নিয়ে এল উত্তরবঙ্গ কবিতা উৎসব

পার্থ নিয়োগী: শুধু কবিতাকে নিয়েই উৎসব। আর কবিতাকে নিয়ে দুইদিনের এই উৎসব আয়োজন করেছিল কোচবিহারের অঙ্কুরোদগম সংস্থা। গত ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি কোচবিহার উৎসব অডিটেরিয়ামে এই কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর আগে ১৩ জানুয়ারি দুপুরে এই উৎসবকে সফল করতে শতাধিক কবি শহরের রাজপথ পরিক্রমা করে। ১৪ জানুয়ারি প্রদীপ জালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। উপস্থিত ছিলেন কবি রণজিৎ দেব, ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ। প্রথম দিনে ৯০ জন কবি কবিতা পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিনেও প্রচুর কবি কবিতা পাঠ করে শোনান। কোচবিহারের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা অসম, মেঘালয়ের কবিরাও এই কবিতা উৎসবে অংশ নেয়। দুদিন সন্ধ্যাতেই ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রেক্ষাগৃহের

বাইরে ছিল ফুডপার্ক ও বই এর স্টল। সব মিলিয়ে অঙ্কুরোদ্গম আয়োজিত উত্তরবঙ্গ কবিতা উৎসব হয়ে থাকল কবিতার ক্ষেত্রে এক মাইলস্টোন।

কলকাতায় সম্মানিত কোচবিহারের বিশিষ্ট মূকাভিনয় শিল্পী স্বাগত পাল

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত মূকাভিনয় শিল্পী হচ্ছেন স্বাগত পাল। রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে জাতীয় স্তরেও তাঁর মূকাভিনয় প্রশংশিত হয়েছে বহুবার। বাংলাদেশেও প্রদর্শন করে এসেছেন মূকাভিনয়। কোচবিহার জেলাতেও মূকাভিনয়ের প্রসারের জন্য ব্যাক্তিগতভাবে তিনি অনেক কাজ করে চলেছেন। মূকাভিনয়ে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখে কলকাতা মূক অ্যাকাদেমির ৪৩ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রয়াত মূকাভিনয় শিল্পী অরুণাভ মজুমদার স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয়। কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে এই সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানটি করা হয়। স্বাগত পাল ছাড়াও রণেন চক্রবর্তীকেও এই সম্মান প্রদান করা হয়। স্বাগত পালের কলকাতার বুকে সম্মান প্রাপ্তিতে খুশি কোচবিহারের মূকাভিনয় শিল্পীরা।

অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার জেলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসবের

পার্থ নিয়োগী: গত ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারি মধুপুরের নারায়ণেরকুঠি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হল জেলা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসব। কোচবিহার জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ও কোচবিহার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি তথা কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের সহ সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত

বর্মন, জেলাশাসক পবন কাদিয়ান প্রমুখ। তিনদিনের এই উৎসবে জেলার বিভিন্ন স্থানীয় লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি আদিবাসীদের বিভিন্ন সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। মঞ্চস্থ হয় যাত্রাও। সব মিলিয়ে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

উত্তরণের আত্মপ্রকাশ

বিশেষ সংবাদদাতা: সামাজিক বিভিন্ন কাজের তৈরি সংস্থা 'উত্তরণের' আত্মপ্রকাশ ঘটল গত ২২ জানুয়ারি। এই উপলক্ষে কোচবিহার রাসমেলা মাঠে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উত্তরণের তরফে। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বসে আকো থেকে শুরু করে নাচ, গানে এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে জমজমাট। দর্শকদের মধ্যেও ছিল বেশ উদ্দীপনা।

লজিস্টিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মপ্রার্থীদের সুযোগ দিচ্ছে ‘ডেলিভারি’

মালদা / পুরুলিয়া: ‘ডেলিভারি ট্রেনিং অ্যান্ড রিক্রুটমেন্ট প্রোগ্রাম’ (Delhivery Training and Recruitment Program) - ভারতের ‘লার্জেস্ট ফুলি ইন্টিগ্রেটেড লজিস্টিক্স প্রোভাইডার’ ‘ডেলিভারি’ (Delhivery) লজিস্টিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে তরুণ কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই প্রোগ্রাম লঞ্চের ঘোষণা করেছে। এন্ট্রি ও মিড-লেভেল অপারেশনাল রোলে নিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে।

আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি কোম্পানির পক্ষ থেকে ভারতের ২৫টি টিয়ার ২ ও টিয়ার ৩ শহরের দিকে বিশেষ নজর রেখে আগ্রহী কর্মপ্রার্থীদের জন্য ৫ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য একটি ‘ন্যাশনাল এন্ট্রান্স একজামিনেশন’-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে গুরুগ্রামে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ক্লাসরুম ও প্র্যাক্টিক্যাল ইন-সেন্টার – উভয় পদ্ধতিতে। প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল - অপারেশনাল প্রসেস, সফটওয়্যার টুলস, সফট স্কিলস ও পিপল ম্যানেজমেন্ট। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করার পর প্রার্থীদের ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ‘ডেলিভারি’র কর্মস্থলে নিয়োগ করা হবে।

DELHIVERY

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আবেদন করতে পারবেন – ইংরেজি লেখা ও পড়ার প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন, ২২-৩২ বছর বয়সী এবং দশম/ দ্বাদশ মান উত্তীর্ণ বা ডিপ্লোমা হোল্ডার প্রার্থীরা।

পিটিএমটি কলের ১৪টি ভেরিয়েন্ট লঞ্চ করেছে ট্রুফ্লো

কলকাতা: ভারতের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল প্লাস্টিকের পাইপ ও ফিটিং ব্র্যান্ড হিন্দওয়্যারের ট্রুফ্লো তার দ্বিতীয় স্টেট-অফ-দ্য-আর্ট প্ল্যান্ট(পিটিএমটি) থেকে কল, ফ্লাশ ট্যাঙ্ক, সিট কভারিং এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সমন্বিত বাথ ফিটিং রেঞ্জের নতুন বিভাগে তার সম্প্রসারণ ঘোষণা করেছে। গ্রাহক চাহিদার কথা মাথায় রেখে ভারতে শার্কবাইটের প্লাম্বিং সলিউশনের পরিসর খুচরো বিক্রীর উদ্দেশ্যে পার্টনারশিপের মাধ্যমে ট্রুফ্লোর নতুন বাথ ফিটিং রেঞ্জটি ১০০% ফুড-গ্রেড উপাদান দিয়ে তৈরি। শুধু তাই নয় স্থায়িত্ব এবং উচ্চতর কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে উন্নত ট্রুফ্লোর বাথ ফিটিং রেঞ্জটি থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার দিয়ে সজ্জিত।

ASPA ও CRISIL-র রিপোর্টে ভারতের বাজারের ২৫-৩০% পণ্য নকল

কলকাতা: ASPA এবং CRISIL দ্বারা প্রকাশিত নতুন প্রতিবেদন অনুসারে নকল ফার্মাসিউটিক্যালস, FMCG, পোশাক, ভোক্তা টেকসই/ইলেকট্রনিক্স এবং কৃষি পণ্য সহ ভারতের প্রধান শিল্পের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে। এই প্রতিবেদনটি ভারতের বারোটি শহরের কনজিউমার এবং রিটেলারদের ওপর একটি সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কনজিউমার উপলব্ধি বাজারের ২৫-৩০% নকলের মাত্রা নির্ধারণ করেছে। যা সাধারণ শিল্পের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে প্রায় ৮৯% কনজিউমার বাজারে জাল পণ্যের উপস্থিতি স্বীকার করেছে। শুধু তাই নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা দামের প্রতি সংবেদনশীলতা, চাহিদা-সরবরাহের ব্যবধান, বিলাসবহুল ব্র্যান্ড কেনার ইচ্ছা, সমবয়সীদের চাপ এবং সামাজিক কারণে নকল জিনিষ কিনতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, প্রায় ২৭% কনজিউমার জানতেন না যে পণ্যটি কেনার সময় নকল ছিল। যা জাল প্রতিরোধে সমস্যা এবং সনাক্তকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা প্রোগ্রামকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

এএসপিএ সভাপতি নকুল পসরিচা বলেন, ভারতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবৈধ পণ্যের বাণিজ্য ২.৬ ট্রিলিয়ন রুপি দাঁড়িয়েছে। যা প্রায় সমস্ত সেক্টরকে প্রভাবিত করেছে।

কেএফসি-র বিগ ট্রিট উইক চলবে ২৯ জানুয়ারি

শিলিগুড়ি: কেএফসি তার বিগ ট্রিট উইক অফারের মাধ্যমে উৎসবগুলিকে আরও বড় করে উদযাপন প্রস্তুত। ২০-২৯ জানুয়ারির মধ্যে এই অফার কার্যকরী থাকবে। কম্বোস শুরু হবে শুধুমাত্র ১৪৯ টাকা থেকে।

কেএফসি-এর এই সীমিত সময়ের অফারে কেএফসি তার গ্রাহকদের পছন্দের কথা মাথায় রেখে কম্বোতে হট উইংস, জিঙ্গার বার্গার, চিকেন পপকর্ন, বিরিয়ানি বাউল, ফ্রাই, ডিপস এবং বেভারেজ অন্তর্ভুক্ত করেছে। যার ওপর গ্রাহকরা ৪০% পর্যন্ত ছাড় উপভোগ করতে পারবেন। এই অফারটি কেএফসি-র স্যানিটাইজেশন, স্ক্রীনিং, সামাজিক দূরত্ব, এবং ভ্যাকসিন করা দলগুলির সাথে যোগাযোগহীন পরিষেবা কেএফসি-এর ৫X সুরক্ষা প্রতিশ্রুতির সাথে উপলব্ধ। যা খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধির নিশ্চয়তা দেয়।

ভ্যালেন্টাইনস স্পেশাল প্ল্যাটিনামের লাভব্যান্ড

শিলিগুড়ি: ভ্যালেন্টাইনস ডে মানেই এক স্পেশাল অনুভূতি। আর আপনজনের সাথে সেই স্পেশাল অনুভূতির শেয়ার স্পেশাল উপহার ছাড়া একদম অসম্পূর্ণ। তাই একমাত্র প্ল্যাটিনাম লাভ ব্যান্ডগুলি হয়ে উঠতে পারে ভ্যালেন্টাইনস ডে-এর যর্থাথ উপহার। তাই পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং মূল্যবোধ একমাত্র প্ল্যাটিনাম দ্বারাই সংজ্ঞায়িত করার জন্য PGI-এর প্ল্যাটিনাম ডেস অফ লাভের দ্বারা নিখুঁতভাবে তৈরি প্লাটিনাম লাভ ব্যান্ডগুলির পরিসরের চেয়ে ভালো গিফট আর কিছু হতে পারেনা।

ইভি ডিলারদর ফাইন্যান্সিং সলিউশম অফার টাটার

কলকাতা: দেশে ইলেকট্রিক ভেহিকেল(ইভি)-এর জনপ্রিয়তা বাড়াতে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় অনুমোদিত যাত্রী ইভি ডিলারদের জন্য ইভি ডিলার ফাইন্যান্সিং সমাধান অফার করে টাটা মোটরস। এটি টাটা মোটরসের ডিলারদের জন্য এর এক ধরনের ইনভেন্টরি ফাইন্যান্সিং প্রোগ্রাম। এই ইনভেন্টরি ফান্ডের মাধ্যমে ইভি ডিলাররা খুব সহজ শর্তে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ডিজেল এবং পেট্রোল মডেলের জন্য তহবিল ছাড়াও, ইভিগুলির জন্য সুবিধা বাড়িয়েছে।এই অংশীদারিত্বের জন্য এমওইউতে বা মউ স্বাক্ষর করেছেন টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডি-রেক্টর শৈলেশ চন্দ্র এবং আইসিআইসিআই ব্যাংকের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর রাকেশ ঝা।

টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলেশ চন্দ্র বলেন, ইভি গাড়ির ডিলার অংশীদারদের সহায়তার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংকের সাথে মউ স্বাক্ষর করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত কেমোথেরাপি ফিক্সড আই.ভি.

কলকাতা: গ্লেনমার্ক AKYNZEO® I.V বাজারে আনল ফিক্সড আই.ভি. কেমোথেরাপি-জনিত বমি বমি ভাব এবং বমি প্রতিরোধের জন্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত অ্যান্টিমেটিক সংমিশ্রণ ইনজেকশন। যা ভারতে প্রথম। আই.ভি. সুইস বায়োফার্মা গ্রুপ কোম্পানি হেলসিনের সাথে একচেটিয়া লাইসেন্সিং চুক্তির অধীনে এই কেমোথেরাপি-জনিত অ্যান্টিমেটিক সংমিশ্রণের ইনজেকশনটি ভারতে এনেছে গ্লেনমার্ক।

AKYNZEO আই.ভি. অফসনেটুপিট্যান্ট (২৩৫ মিলিগ্রাম) এবং প্যালোনোসেট্রন (০.২৫ মিলিগ্রাম) একটি নির্দিষ্ট ডোজ সংমিশ্রণ এবং এটি একটি রেডি-টু-ডাইলুট আই.ভি. ইনজেকশনটি হিসাবে পাওয়া যাবে। প্রতিটি কেমোথেরাপি

ইনজেকশনের সার্কেল শুরুর ৩০ মিনিট আগে এটি একটি একক আধান হিসাবে পরিচালিত হয় যা সিআইএনভি এর তীব্র এবং বিলম্বিত উভয় পর্যায়ে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, ওষুধটি ইতিমধ্যে ইইউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ায় বাজারজাত করা হচ্ছে। গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ইভিপি এবং বিজনেস হেড অলোক মালিক বলেন, AKYNZEO® আই.ভি. একটি সুবিধাজনক, একক-ডোজ, রেডি-টু-ডাইলুট কেমোথেরাপি ইনজেকশন যা রোগীদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখে।

স্ট্যান্ডার্ড জুম লেন্সের ডেফিনেশন চেঞ্জার FE 20-70mm

কলকাতা: সোনি বাজারে আনল সোনি FE 20-70mm F4 G লেন্স(মডেল - SEL2070G)। যা F4 অ্যাপারচার সহ -ফ্রেম লেন্স, জুম ফ্যাসিলিটির একটি সম্পূর্ণ কমপ্যাক্ট। FE 20-70mm F4 G লেন্সের ক্যামেরাটির দাম ১২,৪,৯৯০ টাকা। যা ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ইকমার্স ওয়েবসাইট (অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্ট) এবং দেশের প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোরে গুলিতে পাওয়া যাবে। স্টিল ফটোগ্রাফির এবং ভিডিওর জন্য AF ক্যামেরা থাকায় ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ছবি তুলতে সাহায্য করে।

বাজারে এল লেনোভোর Yoga 9i ল্যাপটপ

কলকাতা: Yoga 9i ল্যাপটপ বাজারে আনল গ্লোবাল টেকনোলজি লিডার লেনোভো। 13th Gen Intel® Core প্রসেসর দ্বারা চালিত লেনোভোর নতুন Yoga 9i। এটি ইন্টেলের সর্বশেষ প্রসেসর দ্বারা চালিত যা চিত্তাকর্ষক কর্মক্ষমতা প্রদানের জন্য পারফরম্যান্স হাইব্রিড আর্কিটেকচারের সাহায্য করে। ওটমিল রঙে উপলব্ধ Yoga 9i-এর দাম ১,৭৪,৯৯০ টাকা।

Lenovo Yoga 9i হল একটি পাতলা, গোলাকার ফিনিস ও এর্গোনমিক গ্রিপ সহ একটি হালকা ল্যাপটপ যা বিশেষ ভাবে আরামের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Yoga 9i-একটি ১৪-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন OLED PureSight ডিসপ্লে ছাড়াও রয়েছে 4K রেজোলিউশন সহ Dolby Vision। এই ল্যাপটপের অডিওটি Bowers & Wilkins স্পীকার দ্বারা চালিত। যাতে রয়েছে Dolby Atmos-এর একটি 360° ঘূর্ণয়মান সাউন্ডবার। যা গ্রাহকদের ক্লিয়ার আওয়াজ প্রদান করে।

লেনোভো ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর- কনজিউমার বিজনেস দীনেশ নায়ার বলেন, “ভারতীয় বাজারে Intel-এর 13th Gen-এর পরবর্তী-স্তরের কম্পিউটিং প্রসেসর-ভিত্তিক ল্যাপটপগুলি প্রবর্তনের প্রথম ব্র্যান্ড হতে পেরে আমরা আনন্দিত।

কুইকজেট কার্গো দ্বারা চালিত হবে অ্যামাজনের কার্গো নেটওয়ার্ক

শিলিগুড়ি: ভারতের প্রথম ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন তার গ্রাহকদের দ্রুত পরিষেবা প্রদান করতে বোয়িং ৭৩৭-৮০০ডেডিকেটেড এয়ার কার্গো নেটওয়ার্ক চালু করেছে। যা কুইকজেট কার্গো এয়ারলাইন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত হবে। নতুন অ্যামাজন-ব্র্যান্ডের কুইকজেটের কার্গো নেটওয়ার্ক বিমান পরিষেবা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানার পৌর প্রশাসন ও নগর উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য, এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী কালভাকুন্তলা তারাকা রামা রাও এবং অ্যামাজনের সিনিয়র নেতৃত্ব, অখিল সাক্সেনা।

অ্যামাজন হল ভারতে প্রথম ই-কমার্স কোম্পানি যারা একটি ডেডিকেটেড এয়ার কার্গো নেটওয়ার্ক প্রদানের জন্য তৃতীয় পক্ষের এয়ার ক্যারিয়ারের সাথে পার্টনারশিপ করছে। কুইকজেট হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের মতো শহরে অ্যামাজন গ্রাহকের চালান পরিবহনের জন্য বিমানটি ব্যবহার করবে।

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় আমন্ড বাদাম আবশ্যক

কলকাতা: আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় আমন্ড বাদাম থাকা আবশ্যক। কারণ বাদাম একাধারে ত্বকের স্বাস্থ্য, পেশী শক্তি পুনরুদ্ধার, হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাদাম ভারতীয় পরিবারগুলিতে একটি স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করে নিয়েছে। ভারতে, সকালে বাদাম খাওয়া একটি প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমন্ড বাদাম হল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অংশ। শুধু তাই নয় অনেকে বাদামকে মূল্যবান উপহার বলেও মনে করে।

আমন্ড বাদামের বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারী পালিত হয়, জাতীয় আমন্ড বাদাম দিবস।

বাদাম ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টির একটি প্রাকৃতিক উৎস। তারা উচ্চ ইনভিটামিন ই, উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন, খাদ্যতালিকাগত ফাইবার। এছাড়াও, বাদাম ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, ক্যালসিয়ামের মতো খনিজগুলির উৎস এবং একাধিক উপকার দেয়। তাদের একটি অনুকূল ফ্যাট প্রোফাইলও রয়েছে, প্রতিটি পরিবেশনের জন্য (৩০ গ্রাম), একজন ১৩ গ্রাম অসম্পৃক্ত চর্বি পায়। বাদাম জাতীয় বাদাম দিবসের স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে দিল্লির ডায়েটিক্স, ম্যাক্স হেলথকেয়ারর রিতিকা সমাদ্দার বলেন, বাদাম আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের একটি স্বাস্থ্যকর সংযোজন কারণ এগুলি অত্যন্ত পুষ্টিকর।

চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর পেয়ে খুশি চা বাগানের শ্রমিকরা

বিশেষ সংবাদদাতা: চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর পেয়ে খুশি কালচিনি ব্লকের তোর্ষা চা বাগানের শ্রমিকরা। তোর্ষা চা বাগানে চা সুন্দরী ঘর প্রাপক উপোভক্তারা জানান, এতদিন ভাঙ্গাচোরা ঘরে বসবাস করতে হত এখন নতুন ঘর পেয়েছি। এই বিষয়ে উল্লেখ্য গত ১৯শে জানুয়ারি সুভাষিণী চা বাগান ময়দান থেকে চা সুন্দরী প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তোর্ষা চা বাগানের শ্রমিকরা নিজের খুশির কথা ব্যক্ত করে। এই বিষয়ে উল্লেখ্য তোর্ষা চা বাগানে ৪৭৬ জন শ্রমিক চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর পাচ্ছে।

চা সুন্দরী ঘর প্রাপক মুনি মালপরিয়া, জানকি মালপরিয়া, কমলা তিরকি সহ অন্যান্যরা জানান, চা সুন্দরী প্রকল্পের নির্মিত ঘর খুব সুন্দর হয়েছে। এই চা সুন্দরী প্রকল্পের একটি বাড়িতে দুটি কক্ষ, একটি রান্না ঘর, শৌচালয় ও ঘরের সামনে বারান্দা রয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ কানেকশন রয়েছে চা সুন্দরী প্রকল্পে খেলার মাঠ রয়েছে পাকা সড়ক রয়েছে।

পদ্ম সম্মান পেলেন বাংলার দুই চিকিৎসক

বিশেষ সংবাদদাতা: দেশের ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণায় মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ সম্মান পেলেন ওআরএসের জনক দিলীপ মহলানবিশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরগুলি যখন পেটের অসুখে বেসামাল তখন তিনি ওআরএসের কার্যকারিতা প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন।

আরওএক বাঙালী চিকিৎসক রতনচন্দ্র করকেও পদ্ম সম্মান দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি এক সময়ের আন্দামানের আদিম উপজাতি জারোয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করেছিলেন।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় উত্তরের দুই জেলায় কৃষি ও মাছ চাষে সাফল্য

জলপাইগুড়ি: জলাভূমিতে যেমন লাফাচ্ছে ২০০ গ্রাম ওজনের কই মাছ তেমনি চাইলেই পাওয়া যাচ্ছে দুই থেকে আড়াই কেজি ওজনের জ্যান্ত চিতল। জলপাইগুড়ি জেলার সেচসেবতি এলাকার জলাভূমি থেকে ইচ্ছে করলে কেনা যেতে পারে জ্যান্ত চিতল, কই সহ আরও অনেক মাছ। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ময়নাগুড়ি, মালবাজার এবং আলিপুরদুয়ার ব্লকের জলাশয়গুলিতে চিতল ও কই মাছের পাশাপাশি রুই, কাতল ও বোয়াল মাছের চাষেও মিলেছে অভাবনীয় সাফল্য। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের জন্য আয় বেড়েছে ৩,২০০ মৎস্যজীবীর। তবে শুধুমাত্র মাছ চাষ নয়। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় সেচসেবতি এলাকার পরিমাণও অনেকটা বেড়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রোজেক্টের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রাজা ঘোষ বলেন, সেচসেবতি এলাকা বেড়ে যাওয়ায় জেলাগুলিতে কৃষি উৎপাদনও নিশ্চিতভাবে বেড়ে যাবে। জেলাতে নতুন করে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি সেচ প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় পড়ছে- কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার-১ ও ২ এবং ফালাকাটা ব্লক। কুমারগ্রাম পাথুরে জায়গা হওয়ায় সেখানে সেচকূপ বসানো হচ্ছে। আর অন্য জায়গাগুলিতে বসানো হবে নলকূপ।

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আরও জানান, আলিপুরদুয়ার জেলার ৪২ টি প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষের মুখে। এই জেলায় প্রায় ২৫২ হেক্টর জমি সেচের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই কাজে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি জেলায়, ২৮০টি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এর ফলে প্রায় ১২০০ কৃষক উপকৃত হয়েছেন। অন্যদিকে, বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জেলায় উদ্যান পালন প্রকল্পের কাজ রূপায়িত করেছে জল ব্যবহারকারী কমিটি। ময়নাগুড়ি, মালবাজার, ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে উৎপাদিত হচ্ছে পেঁপে, বিশেষ প্রজাতির সুপারি, ড্রাগন ফ্রুট ইত্যাদি। এতে চাষিরা ভালোই লাভবান হচ্ছে।

চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি কুন্তলের

বিশেষ সংবাদদাতা: রাজ্যে জুড়ে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তোলপাড় পরিস্থিতি। একের পর এক দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হুগলির যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষকে জেরা করে উঠে এল আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। জেরার মুখে কুন্তল জানান, চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে নিয়োগকর্তাদের যোগাযোগ রাখতে এজেন্ট নিয়োগ করেছিলেন তিনি। এই এজেন্টদের মাধ্যমেই টাকা পয়সার লেনদেন হত।

ইডি সূত্রে খবর, এতদিন তদন্তকারী আধিকারিকরা জানতে পেরেছিলেন মূলত ২ টি শ্রেণির মাধ্যমে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে। কোথাও আবার মিডিলম্যান বা সুপারিশকারীদের মাধ্যমে দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু, এই দুর্নীতির কারবারে যে এজেন্টরাও জড়িত ছিলেন, সে ব্যাপারে অন্ধকারে ছিলেন তাঁরা। কুন্তলকে জেরা করে উঠে এল এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। জেরায় কুন্তল জানিয়েছেন, চাকরিপ্রার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তাঁর একার পক্ষে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে বিভিন্ন পদে চাকরির জন্য আলাদা আলাদা এজেন্ট নিয়োগ করেন কুন্তল। তাঁরাই চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে নিয়োগকর্তাদের যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

জানা গিয়েছে, এই এজেন্টদের থেকে টাকা বুঝে নিতেন কুন্তল। এই তথ্য জানার পর কুন্তল ও তাপস মণ্ডলের কাছ থেকে এজেন্টদের তালিকা তৈরি শুরু করেছেন ইডির গোয়েন্দারা। তাঁদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে সূত্রের খবর। তারা কার কার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন, সেই তালিকা তৈরি করা হবে বলেও ইডি সূত্রে খবর।

নর্থবেঙ্গল তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে বড় সাফল্য জলপাইগুড়ির বড়বাড়ি স্পোর্টস তাইকোন্ডো একাডেমির

বিশেষ সংবাদদাতা: ময়নাগুড়িতে আয়োজিত প্রথম নর্থবেঙ্গল তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে বড় সাফল্য পেল জলপাইগুড়ির বড়বাড়ি স্পোর্টস তাইকোন্ডো একাডেমির খেলোয়াড়েরা। পাহাড়পুর এলাকার এই একাডেমির ছেলেমেয়েরা পাঁচটি সোনা সহ মোট ১৭টি পদক জয় করেছে।

বড়বাড়ি স্পোর্টস তাইকোন্ডো একাডেমির প্রশিক্ষক টিনা দাস বলেন, উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় অফিসিয়াল তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে অমৃতা বিশ্বাস। পাশাপাশি পাঁচটি সোনা সহ মোট ১৭ টি পদক জয় করেছে তাদের একাডেমির ছেলে-মেয়েরা। সোনা ছাড়াও ৬ টি রুপা ও ৬ টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে তারা। এই সাফল্যে বেশ খুশি একাডেমির কর্মকর্তারা। মোট ১৮ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে সেরা ফাইটার সহ ১৭ জন পদক পেয়েছে।

চিকিৎসার সরঞ্জাম পৌঁছালো মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে

বিশেষ সংবাদদাতা: উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগে এল অত্যাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জাম। স্টোক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী এবং নানা ধরনের বাতে আক্রান্ত রোগীদের উন্নত চিকিৎসায় এই সরঞ্জাম বিশেষ সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন বিভাগের প্রধান পার্থপ্রতিম পাল। পাশাপাশি এখানে জন্মগত কারণে রক্তজনিত সমস্যায় নানা ধরনের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ক্ষেত্রে সমস্যা এ ধরনের জটিল রোগের সমাধান হবে এই অত্যাধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জাম এর সাহায্যে।

এদিন হিমোফিলিয়া এবং ইউনিটের উদ্বোধন করেন রাজ্যের জন স্বাস্থ্য বিভাগের উত্তরবঙ্গের ওএসডি ডাক্তার সুশান্ত রায়। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক, প্রিন্সিপাল ইন্দ্রজিৎ সাহা সেনগুপ্ত সহ অন্যান্যরা।

তিতাসের ১৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

পার্থ নিয়োগী: এ তিতাস কোন নদীর নাম নয়। এই তিতাস এক সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া মেয়ে। আজ থেকে ১৪ বছর আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল তুফানগঞ্জে। তাঁর বাবা সমাজসেবী কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন মেয়ের জন্মের পর মেয়ের নামের সাথে মিল রেখে প্রতিষ্ঠা করেন তুফানগঞ্জ আইডিয়ালিজিম থিংকিং এন্ড অ্যাক্টিভিটিস ফর দি সোসাইটি (তিতাস) চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। গত ১৪ জানুয়ারি সংস্থার ১৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল তুফানগঞ্জ কমিউনিটি হলে। এই উপলক্ষে গুণীজন সংবর্ধনা, শীতবস্ত্র উপহার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন তুফানগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের সভাপতি তপন আইচ। অসাধারণ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুধীর বর্মন ও সুপ্রিয়া বর্মন। এরপর যার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে আজকের এই অনুষ্ঠান সেই তিতাস বর্মনের কণ্ঠের রবীন্দ্র সঙ্গীত উপস্থিত সকলকে মোহিত করে। এরপর তিতাসের তরফে বাংলাদেশের প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী ভূপতিমোহন বর্মার হাতে 'তিতাস সম্মান' তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত অতিথিদের হাত দিয়ে প্রচুর অসহায় গরীব মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় তিতাসের তরফে। এরই ফাঁকে তিতাসের তরফে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণী মানুষদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক। ভাওয়াইয়া গানের সুরে সকলকে বাঁধেন তরফে বাংলাদেশের প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পী ভূপতিমোহন বর্মা। সুজিত রায়ের কণ্ঠের আধুনিক রাজবংশী গান দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে নেয়। ইন্দ্রাক্ষী আচার্য ও প্রভাশ শীলের সঙ্গীতের অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রা এনে দেয়।

অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ১১ জানুয়ারি কোচবিহার চিলড্রেন হোম ফর ব্লাইন্ড বয়েজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। ১৭ জন দৃষ্টিহীন ছাত্র ৮ টি বিভাগে এদিন অংশ নেয়। এছাড়া বিদ্যালয়ের কর্মীদের জন্য দুটি বিভাগে খেলা হয়। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার ও বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল বিদুরচন্দ্র রায় প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন মাথাভাঙ্গা

বিশেষ সংবাদদাতা: স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী ও যুব দিবস উপলক্ষ্যে ৪ দলীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল পারডুবি কালচারাল অ্যান্ড স্পোর্টিং ক্লাব। পারডুবি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে মাথাভাঙ্গা কোচিং সেন্টার একাদশ ২৫-১৮, ২৫-১৯ পয়েন্টে বৌলপাড়ি একাদশকে পরাজিত করে। অন্যদিকে এদিন এই মাঠে একটি প্রীতি ফুটবলে আয়োজক পারডুবি কালচারাল অ্যান্ড স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলের ব্যবধানে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ একাদশকে পরাজিত করে।

চ্যাম্পিয়ন প্রোগ্রেসিভ

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ২২ জানুয়ারি হলদিবাড়ি উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল হলদিবাড়ির দেশবন্ধু পাড়া ক্লাবের মাঠে। ফাইনালে হলদিবাড়ি প্রোগ্রেসিভ অ্যাথলেটিক্স ক্লাব ২৫-১৭, ২৫-১৮ পয়েন্টে কামাদবিন্দি দলকে পরাজিত করে। প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন কামাতবন্দির হিমাংশু রায়।

যোগ প্রশিক্ষণ শিবির কোচবিহারে

বিশেষ সংবাদদাতা: পশ্চিমবঙ্গ যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে সারা রাজ্য জুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যোগ প্রশিক্ষণ শিবির। এই উপলক্ষে কোচবিহারে গত ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল যোগ প্রশিক্ষণ শিবির। কোচবিহারের মোট সাতটি জায়গায় এই যোগ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সব মিলিয়ে মোট ২০০ জন এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেয়।

আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবল চ্যাম্পিয়ন হল রামভোলা হাইস্কুল ও ফুলবাড়ি হরিরধাম হাইস্কুল

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল ছেলেদের বিভাগে রামভোলা হাইস্কুল এবং মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল তুফানগঞ্জের অন্দরানফুলবাড়ি হরিরধাম হাইস্কুল। গত ১৯ ও ২০ জানুয়ারি কোচবিহার স্টেডিয়ামে এই আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সদর মহকুমাশাসক রাকিবুর রহমান। এই প্রতিযোগিতায় ১৭ টি ছেলেদের ও ৫ টি মেয়েদের স্কুল অংশ নেয়। ১৯ তারিখ গ্রুপ পর্যায়ের খেলাগুলি হয় ও কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় ২০ তারিখ। ছেলেদের বিভাগে সেমিফাইনালে রামভোলা হাইস্কুল ২-১ সেটে নিশিগঞ্জ নিশিময়ী হাইস্কুলকে এবং মহিষকুচি হাইস্কুল ২-০ সেটে কালপানি হাইস্কুলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

অন্যদিকে মহিলা বিভাগে প্রথম সেমিফাইনালে তুফানগঞ্জ হরিরধাম হাইস্কুল ২-০ সেটে সিস্টার নিবেদিতা হাইস্কুলকে পরাজিত করে। অন্য সেমিফাইনালে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ২-০ সেটে নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। এরপর পুরুষদের ফাইনালে কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুল ২৫-১৯, ২৫-১৪ পয়েন্টে মহিষকুচি বিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হন রামভোলার আসরাফুল আলম। মেয়েদের ফাইনালে তুফানগঞ্জ অন্দরান ফুলবাড়ি হরিরধাম হাইস্কুল ২৫-১৬, ২৫-১৪ পয়েন্টে কোচবিহার উচ্চবালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালের সেরা হন হরিরধামের অনিন্দিতা দাস। এদিন পুরস্কার তুলে দেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত, কার্যনির্বাহী সভাপতি খোকন নাগ ও ভলিবলের বিভাগীয় সচিব জহর রায় প্রমুখ।

হেরিটেজ ট্রেজার রান প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: হেরিটেজ সংস্কারের পাশাপাশি হেরিটেজকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে হয়ে গেল হেরিটেজ ম্যারাথন। আর এবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অভিনব হেরিটেজ ট্রেজার রান। বিশ্বের তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের হেরিটেজ রান হলেও। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের বুকে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই অভিনব হেরিটেজ রান। অভিনব এই হেরিটেজ রানের আয়োজক হেরিটেজ রাইডার সোসাইটি। সম্প্রতি কোচবিহার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে এই কথা আয়োজক সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়। আয়োজকদের তরফে পঙ্কজ ঘোষ ও নবীন ওসওয়াল জানান, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি এই রান অনুষ্ঠিত হবে। কোচবিহার স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে ৫০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ধাপে ধাপে এই রান অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগীদের সামনে হেরিটেজ বিষয়ক ১০ টি প্রশ্ন রাখা হবে। প্রতিযোগীরা টুহুইলার নিয়ে এই রেসে শামিল হবেন। তবে এই রেসে শামিল হতে গেলে বাইক বা স্কুটার চালাবার বৈধ লাইসেন্স থাকতেই হবে। ট্রাফিক আইন মেনে টুহুইলার চালানোর পাশাপাশি গতিবেগ কখনই ঘণ্টায় ৪০ কিমির বেশি তোলা যাবে না। যে টুহুইলার চালাবে তাঁর হাতেই হেরিটেজ সংক্রান্ত প্রশ্নের খামটি তুলে দেওয়া হবে। প্রতিযোগীদের কোথায় যেতে হবে তা লেখা থাকবে এই খামেই। তারপর সেই স্থানে পৌঁছালে পরবর্তী প্রশ্ন তুলে দেওয়া হবে। এভাবে যারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১০ টি প্রশ্নের বাঁধা পেরোতে পারবে তাদের মধ্যে থেকেই বিজয়ীদের বেছে নেওয়া হবে। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবে বেঙ্গল স্পোর্টস মোটর ক্লাব। সুষ্ঠভাবে এই রেস করতে উদ্যোক্তরা জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ প্রশাসন ও কোচবিহার পুরসভার সহযোগিতা নিচ্ছেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এই ধরনের রেসের উদ্যোগকে অভিনব বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। গত ১৬ জানুয়ারি থেকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মূল প্রতিযোগিতা শুরুর আগে ৪ ফেব্রুয়ারি প্রি নাইট হবে। সেখানে প্রতিযোগীদের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

তৃণমূল আয়োজিত হেরিটেজ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হল

পার্থ নিয়োগী: গত ১২ জানুয়ারি কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ১২৮ দলের নক আউট ক্রিকেট শুরু হল। কোচবিহার শহরের দল নিয়ে এই টুর্নামেন্ট হবে। কোচবিহার শহরকে চারটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জোনে ৩২ টি করে দল থাকবে। স্থানীয় কাউন্সিলাররা এই খেলার উদ্বোধন করবেন। এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'প্রথম জোনের খেলা হবে রামভোলা হাইস্কুলের মাঠ ও কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজের মাঠে। দ্বিতীয় জোনের খেলা হবে টাউন হাইস্কুলের মাঠ

এবিএন শীল কলেজের মাঠে। তৃতীয় জোনের খেলা হবে বাজার মাঠে। চতুর্থ জোনের খেলা হবে এমজেএন স্টেডিয়ামে'। অভিজিৎবাবু আরও বলেন যে 'চ্যাম্পিয়ন টিম ১ লক্ষ টাকা ও রানার্স দল ৫০ হাজার টাকা পাবে। এছাড়াও অন্যান্য ব্যাক্তিগত পুরস্কার থাকবে'। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কাউন্সিলর তথা জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কাউন্সিলর তথা শহর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ সাহা, কাউন্সিলর মায়া সাহা, যুব নেতা রাকেশ চৌধুরী প্রমুখ ব্যাক্তিবর্গ।

চ্যাম্পিয়ন হল সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাব

পার্থ নিয়োগী: বিষ্ণুব্রত ফাউন্ডেশন আয়োজিত তৃতীয় বর্ষ বীষ্ণুব্রত বর্মন, অসীম কুমার ঘোষ ও প্রসেনজিৎ বর্মন ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাব। গত ২২ জানুয়ারি এমজেএন স্টেডিয়ামে ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে বিহারের কাটিহারের এনআইসিসি দলকে পরাজিত করে। এদিন ফাইনালে টসে জিতে এনআইসিসি আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭২ রান করে। তাদের হয়ে ভানু আনন্দ সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন। সুকান্ত স্পোর্টিং এর প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তব ২৪ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাব ১৫.৩ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছায়। স্পোর্টিং এর মোহিত রায় সর্বোচ্চ ৭৫ রান করেন। এনআইসিসি এর অংকিত সিং ২০ রানে ২ উইকেট পান। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের মোহিত রায়। প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন এনআইসিসি এর অংকিত সিং। এদিন পুরস্কার তুলে দেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আহমেদ, আইনজীবী প্রিয়ব্রত বর্মন, ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরোজ ঘোষ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাওয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96